অপারেশন ইক্লিসিয়া (Operation Ecclesia)
১৯।৮।২০১৩ তারিখে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ

দর্শন: একটি রব শ্রবণ করে আমি অতি প্রত্যূষে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম। ''তোমার (নিজের নাম) রব উচ্চীকৃত কর যাতে তোমার হাত থেকে রক্তের প্রতিশোধ না নিতে হয়।''

সম্প্রসারণ: আমি যে মুহূর্তে এই কণ্ঠস্বরটি শুনেছিলাম, আমি ভীষণভাবে আমার আত্মায় অনুভব করেছিলাম যে ঈশ্বর ২০১৩ সালের এই চারমাসে কিছু একটা করতে চলেছেন। ১৯ তারিখে আমি একটি রব শ্রবণ করে জেগে উঠেছিলাম,

''তোমার (নিজের নাম) রব উচ্চীকৃত কর যাতে তোমার হাত থেকে রক্তের প্রতিশোধ না নিতে হয়।''

আমরা যখন প্রার্থনা করছিলাম, প্রভু আমাদের বাইবেলের এই অংশটি দেখিয়েছিলেন।

''সাত দিন গত হইলে পর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েল-কুলের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলাম; তুমি আমার মুখে কথা শুনিবে, এবং আমার নামে তাহাদিগকে চেতনা দিবে। যখন আমি দুষ্ট লোককে বলি, তুমি মরিবেই মরিবে, তখন তুমি যদি তাহাকে চেতনা না দেও, এবং তাহার প্রাণরক্ষার্থে চেতনা দিবার জন্য সেই দুষ্ট লোককে তাহার কুপথের বিষয় কিছু না বল, তবে সেই দুষ্ট লোক নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তাহার রক্তের প্রতিশোধ আমি তোমার হস্ত হইতে লইব।'' যিহিষ্কেল ৩: ১৬-১৮

প্রভু একটি ঈশ্বরের পরিকল্পনাও দিয়েছিলেন।

দর্শন: যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর পুনরুদ্ধার— প্রেরিত ২: ৪২-৪৭

প্রভু বলেছিলেন, ''আমি তোমাকে বুদ্ধি দিব, ও তোমার গন্তব্য পথ দেখাইব, তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে পরামর্শ দিব'' (গীত ৩২:৮)।

প্রদত্ত নাম : অপারেশন ইক্লিসিয়া

লক্ষ্য: বর্তমান মণ্ডলীকে তার প্রকৃত মর্যাদা এবং প্রেমের মধ্যে ফিরিয়ে আনা।

পদ্ধতি সমূহ:

১। ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহ দানগুলোর মধ্যে শক্তিশালী করার দ্বারা সুসমাচার প্রসারিত করার জন্য সমস্ত বিশ্বাসীদের সুসজ্জিত করা

২। চিহ্নিত, সুসজ্জিত, প্রশিক্ষিত এবং অভিষিক্ত করার জন্য এবং বিশ্বাসীদের তাদের কর্মক্ষেত্রগুলোতে পরিচর্য্যা কার্য করতে পাঠানোর জন্য **সমস্ত মণ্ডলীগুলোতে অনুগ্রহ দানের বিদ্যালয়** শুরু করা।

৩। এর জন্য ঈশ্বর মণ্ডলীগুলোকে যে সমস্ত সুযোগ এবং সম্পদ দিয়েছেন সেই সমস্ত বিষয়গুলো ব্যবহার করার জন্য

তাদেরকে প্ররোচিত করা। (সম্পদ বলতে আমরা বুঝাতে চাইছি বিল্ডিং, অর্থ, বিভিন্ন অনুগ্রহ দানপ্রাপ্ত কর্মী বা শিক্ষক, ইত্যাদি)।
(মণ্ডলী বলতে আমরা যাজকতন্ত্র সংক্রান্ত পরিকাঠামো অথবা বিল্ডিংকে বুঝাতে চাইছি না, কিন্তু কেবল বিশ্বাসীদের বুঝাতে চাইছি। পাস্টর, মণ্ডলীর প্রধানগণ, বিশপ্‌, ডীকন্‌, ভাববাদীগণ, সুসমাচার প্রসারকগণ প্রত্যেকে বিশ্বাসীদের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত)।

যীশু নিরক্ষর প্রেরিতদের ৩ বছর প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। তিনি পিতার কাছ থেকে যে সমস্ত কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন তা তাদের কাছে অর্পণ করেছিলেন। এক জন পালকের এক জন বিশ্বাসীকে তাঁর মণ্ডলীর পরিচর্য্যা কাজের জন্য প্রশিক্ষিত করতে কত বছরের প্রয়োজন হতে পারে? এর জন্য খুব বেশী হলে ৬ থেকে ১২ মাস সময়ের প্রয়োজন।

৪।**ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য** প্রত্যেকটি বিশ্বাসীকে সাহায্য করা।

৫। ছোট ছোট দলে মণ্ডলীর আরাধনা করার বিষয়টি বিশ্বাসীদের মধ্যে আরও অধিক ঘনিষ্ঠতা তৈরী করবে এবং পারস্পরিক ক্রিয়াকে সাহায্য করবে।

প্রভু আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ‘‘আমার গৃহে যে দুষ্কর্মগুলো চলছে সেগুলোকে সংশোধন করার জন্য কি কেউ নেই? **আমি যদি কাউকে খুঁজে না পাই, তবে আমি আমার মণ্ডলীকে পুনর্গঠন করার জন্য পরজাতীয়দের আনবো।** তারা সংশোধনের জন্য হাতুড়ি এবং কুড়ালির ন্যায় ব্যবহৃত হবে। এটা তাদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হবে।

চরম কষ্ট এবং কঠিন পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে যারা দৃঢ়রূপে দাঁড়াতে পারে সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে থেকে **একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়** — কেবল যুদ্ধ করার জন্য এক দল যুদ্ধের ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা হয়।

দর্শন: আমি দর্শনের মধ্যে দেখেছিলাম কোন এক জন ব্যক্তি একটি পালককে একটি কাগজ দিয়ে বলছিলেন, ‘‘আমরা এই বিষয়টি সমস্ত মণ্ডলীতে বলবৎ করার পরিকল্পনা করছি।’’

‘‘কীভাবে? তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

‘‘মণ্ডলীগুলোকে সংশোধন করার জন্য এবং অলসতার থেকে জাগানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে। প্রতিটি মণ্ডলীতে আমরা এই বিষয়টি উদ্বোধন করতে চলেছি। আমরা এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আপনাদের জানানোর জন্য এখানে এসেছি।

যে ভাবে মণ্ডলীগুলো চালিত হচ্ছে সেই বিষয়ে প্রতিটি জায়গায় বিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট। মণ্ডলীগুলোকে পুনরায় সক্রিয় হতে হবে।

১। **কোন ফল নেই। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের অভাবে মণ্ডলীগুলো বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।** পালকেরা যীশু খ্রীষ্টের তুলনায় অধিকরূপে বিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করতে চান।

২। **অনুগ্রহ দানগুলোর অনুশীলন করার জন্য কোন প্রশিক্ষণ নেই** - মার্ক ১৬: ১৫-১৭ পদে এক জন বিশ্বাসীর ৫টি চিহ্নের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনার মণ্ডলীর কত জন বিশ্বাসী এই ৫টি চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন?

৩। **২০১৩ সালটি ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে সুসমাচার প্রসারিত করার জন্য আপনাকে প্রদত্ত হয়েছে।** এই বিষয়টি সম্পাদন করার জন্য আর কত বছর আপনার প্রয়োজন হবে?

৪। **কোন বিশেষ পরিকল্পনা নেই যার মাধ্যমে আপনি কাজ করতে পারেন।** উদাহরণস্বরূপ, ভারতে মাত্র ৭ লক্ষ গ্রাম আছে। কেবল তামিলনাড়ুতেই ৫০,০০০ গ্রাম আছে। আমরা যদি পরিসংখ্যান গ্রহণ করি, তবে দেখা যাবে ভারতে গ্রামের সংখ্যার থেকেও মণ্ডলীর সংখ্যা অধিক। আপনি যদি পরিকল্পনা করেন, তবে এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে সুসমাচার প্রসারিত করা সম্ভব। ভারতে একটি গ্রামের জন্য একটি মণ্ডলী বণ্টন করতে হবে। আপনি কেন পরিকল্পনা করতে পারেন না, কৌশল গঠন করতে এবং কাজ করতে পারেন না? এটা করার জন্য আপনাদের নেতাদের কাছে একটি চরম সময়। আপনারা যদি একত্রে না বসেন এবং বিষয়গুলোর পরিকল্পনা না করেন, তাহলে আমরা কাজটি অধিগ্রহণ করবো।

৫। প্রভু আমাদের যখন থেকে মহান আদেশ দিয়েছিলেন তখন থেকে ইতিমধ্যেই ২০১৩টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তথাপি জগতের ১২,০০০ জনগোষ্ঠীর প্রায় **২৫ শতাংশ লোক সাড়া দিতে পারে এমন ভাবে সুসমাচার শ্রবণ করার সুযোগ পায় নি।** এখনও পৃথিবীর প্রায় ২০০০ ভাষাগোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব ভাষায় বাইবেল নেই। পৃথিবীর প্রায় দশ লক্ষের অধিক প্রতিবেশী এলাকাগুলোতে (গ্রাম/কলোনী) কোন মণ্ডলী নেই। "সারা বিশ্বে ২.৩ বিলিয়নের অধিক সংখ্যক খ্রীষ্টান, ৫০ লক্ষের অধিক চার্চ, ৪৩,০০০ এর অধিক ডিনমিনেশন এবং ১ কোটি ২০ লক্ষের অধিক খ্রীষ্টান কর্মী আছে। এই সমস্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচার প্রসারিত করার কাজটি কেন আজও অসম্পাদিত আছে?" (www.issacharinitiative.org) আমরা যদি প্রভুকে সত্যিই প্রেম করি তবে আমাদের কি মহান আদেশের বিষয়টিকে আরও গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়? "মডেল চার্চ" দর্শনের মাধ্যমে ভারতে সুসমাচার প্রসারিত করার পর, ভারতীয় মণ্ডলী বিশ্বমণ্ডলীকে কম্পিত করবে।

৬। **ভারতের মণ্ডলী যদি মারাত্মক শারীরিক অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে চায়,** তবে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে এবং এখনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো করতে হবে...

৭। **বর্তমানে মণ্ডলীগুলোর মধ্যে বিশ্বাসীদের অনুগ্রহ দানগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।** সেই দানগুলোকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। দানগুলোকে চিহ্নিত করতে শুরু করুন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খুঁজে বের করুন:

আরোগ্যকারীগণ,

উদ্ধারকারীগণ,

প্রচারকগণ,

পরামর্শদানকারীগণ,

প্রশাসকগণ,

লেখকগণ,

সঙ্গীত রচনাকারীগণ,

শিক্ষকগণ,

সুসমাচার প্রসারকগণ (হিন্দুদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, মুসলিমদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, আদিবাসীদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, উত্তর ভারতীয়দের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, আদিবাসীদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, জিপসীদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, মদ্যপায়ীদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, মাদকাসক্তদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, এইডস্ রোগীদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, অসুস্থদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, পরিত্যক্ত এবং অনাথদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক, বরিষ্ঠ

নাগরিকদের মধ্যে সুসমাচার প্রসারক ইত্যাদি...ইত্যাদি রূপে শ্রেণীভুক্ত করা যায়)।

১। এক মাসের মধ্যে, প্রত্যেকটি মণ্ডলীতে (পালকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর থেকে হিসাব মত ৩০ দিনের মধ্যে) অনুগ্রহ দানের স্কুল শুরু হওয়া উচিৎ। নিম্নলিখিতভাবে ক্লাশগুলো শুরু হওয়া উচিৎ।

ক্রমিক নং	গিফট্ স্কুলের সূচনা	নিম্নলিখিত সংখ্যক উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে
১	৫	১০০ জন বিশ্বাসীদের অথবা ১০০ জনের কম
২	১০	১০১-২০০ জন বিশ্বাসীদের মধ্যে
৩	১৫	২০১-৩০০ জন বিশ্বাসীদের মধ্যে
৪	২০	৩০১-৪০০ জন বিশ্বাসীদের মধ্যে
৫	২৫	৪০১-৫০০ জন বিশ্বাসীদের মধ্যে

স্কুল শুরু করার জন্য, প্রদত্ত মডেল চার্চের প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করা উচিৎ।
স্কুলগুলো ঠিক মত শুরু হয়েছে কিনা এবং যথাযথভাবে কাজ করছে কি না তা দেখার জন্য একটি ছোট দল নিযুক্ত করতে হবে।

৮। নতুন নিয়মে কোন মধ্যস্থতাকারী নেই। যীশু খ্রীষ্টই হচ্ছেন একমাত্র মধ্যস্থতাকারী। প্রত্যেক বিশ্বাসী হচ্ছেন রাজকীয় যাজক। আপনি কেন এটা অনুশীলন করবেন না? আপনি কি বিকৃত রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং প্রোটেস্টাণ্ট চার্চের (সি.এস.আই.; সি.এন.আই., ব্যাপ্টি স্ট, ম্যাথডিস্ট, প্রেসবিটারিয়ান ইত্যাদি চার্চগুলোর মত) যাজকসংক্রান্ত একই শাসন রীতি অনুসরণ করবেন যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের বিষয় গ্রহণ অথবা বিশ্বাস করে না। আপনি বিশ্বাসীদের কর্তৃত্ব অনুশীলন করতে না দেওয়ার দ্বারাও অবনতি করেছেন। আপনি যদি নিজেকে সংশোধন না করেন, আপনার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের গিফ্ট্ স্কুলে যোগদান করতে না দেন, অভিষিক্ত হতে না দেন এবং তাদের দানগুলো অনুশীলন করা শুরু করতে না দেন, তবে আপনি ভীষণভাবে দায়ী হবেন এবং এর পরিণাম ভোগ করবেন।
৯। গত ২০১৩ বছর ধরে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের যে ক্ষতি হয়েছে তা গণনা করুন। আপনার মত যদি সেখানে কোন পরিকাঠামোযুক্ত মণ্ডলী না থাকে, তবে আপনার সমস্ত বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে থাকতে পারে এবং এর ফলস্বরূপ তাদের পালকের উৎপাদনশীলতার থেকে তারা দশগুণ অধিক বৃদ্ধি লাভ করে থাকতে পারে। তারা আপনার মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অকেজো এবং প্রভাবহীন হতে পারেন!
১০। গত ২০১৩ বছর ধরে পরিকাঠামোযুক্ত প্রচলিত চার্চগুলো ঈশ্বরের সঙ্গে এবং তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে লড়াই করে আসছে। প্রত্যেক শতাব্দীতে তিনি তাঁর ভাববাদীদের তুলছেন যারা একটি বিশেষ সময় পর্যায়ের জন্য তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, তাদেরকে অনুশোচনা করার জন্য এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। চার্চ এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে নি। ফলাফল? বিশৃঙ্খলা, গলোযোগ, প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, ভাঙ্গন, আদালতে মামলা-মকদ্দমা এবং আরও কত কি? খ্রীষ্টানদের মধ্যে রোমীয় ১: ২৮-৩২ পদে উল্লিখিত সমস্ত পাপগুলো দেখা যায়! রবিবারের আরাধনা সভায় স্বর্গীয় মধস্থতা এবং উপস্থিতি দেখা যায় না। উপাসনাগুলো আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব এবং নিয়মমাফিক আরোপিত। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে চার্চ বিল্ডিংগুলো শুঁড়িখানা, মসজিদ, স্কুল এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো জানা সত্ত্বেও, ভারতীয় মণ্ডলী একই বিষয় অনুকরণ করে চলেছে!

সতর্কতা!

চার্চের প্রধানবর্গ এবং নের্তৃবর্গ এই বিষয়গুলো সমাপ্ত না করলে, ঈশ্বর ভারতীয় মণ্ডলীকে পরজাতীয়দের হাতে তুলে

দেবেন।

এটাই চরম সতর্কতা!

গত ৭ বছরের জন্য, প্রভু মণ্ডলীর কাজকর্মের রীতি সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর মণ্ডলীগুলোকে পরিচালনা দিচ্ছেন এবং সতর্ক করছেন! সুতরাং বাণীটি হচ্ছে ''তারা যদি এই নীতিগুলো মেনে না চলে, তবে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে! যেহেতু আর সময় নেই, সেহেতু আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রেমসহ আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, এখনি আপনি আপনার মণ্ডলীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কার্যকর করুন।

১। আপনার চার্চের বিশ্বাসীদের পরিচর্য্যাকারী হিসাবে প্রশিক্ষিত করুন যাতে তারা প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাদের নিজেদের অনুগ্রহ দানের মাধ্যমে পরিচর্য্যা করতে পারে।

২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের প্রশিক্ষিণ শেষ হওয়া উচিৎ, তাদের ভাববাদী, সুসমাচার প্রসারক, প্রচারক, পরামর্শদানকারী, প্রাশাসক, আরাধনাকারী, ইত্যাদি হিসাবে অভিষিক্ত করা উচিৎ।

৩। গ্রাজুয়েশন দিবস হিসাবে একটি দিন নির্দিষ্ট করা উচিৎ। ঐ দিন প্রশিক্ষিত পরিচর্য্যাকারীদের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা উচিৎ। এটা নিয়মিত সময়ান্তরে করা উচিৎ (৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস)। প্রতিটি চার্চের প্রতি বছর প্রত্যেকটি দানের মধ্যে প্রশিক্ষিত পরিচর্য্যাকারীদের সংখ্যা প্রকাশ করা উচিৎ। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে একটি অথবা অন্যান্য অনুগ্রহ দানের মধ্যে প্রশিক্ষিত করা উচিৎ। এটা প্রতিটি চার্চের প্রাথমিক নিয়মে পরিণত করা উচিৎ।

৪। ২০১৪ সালের আগে, ২০১৩ সালের মধ্যে আপনার চার্চের প্রশিক্ষণ শুরু করা উচিৎ।

৫। চার্চগুলো বিশ্বাসী কেন্দ্রীক হওয়া উচিৎ এবং পালক কেন্দ্রীক হওয়া উচিৎ নয়। কতগুলো বিল্ডিং আছে, চার্চের পরিকাঠামো, পালক কত দশমাংশ পাচ্ছেন, পালক কত অনুগ্রহ দানের অনুশীলন করছেন, অথবা চার্চের কি কি সম্পদ আছে, এমন কী বিশ্বাসীদের সংখ্যার ওপরেও চার্চগুলোর বৃদ্ধির বিষয়টি পরিমাপ করা উচিৎ নয়। কিন্তু যে বিশ্বাসীরা তাদের অনুগ্রহ দানগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, গ্রাজুয়েট হয়েছেন এবং নির্দিষ্ট অনুগ্রহ দানের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ করার ভার প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের সংখ্যা অনুসারে আপনার মণ্ডলীর বৃদ্ধি পরিমাপ করা উচিৎ।

৬। আপনার মণ্ডলীর .... মধ্যে প্রশিক্ষণ শুরু করা উচিৎ (তাদের সংবাদ পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে) এবং .... (৯০ দিন পর) তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা উচিৎ। ধ্বংস আসার আগে আপনার উচিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আপনার মণ্ডলী সমগ্র দেশের ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

৭। আপনি যদি এই বিষয়টি করতে দ্বিধাবোধ করেন অথবা দেরী করেন, তাহলে **প্রভু আপনার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের আপনার বিরুদ্ধে তুলবেন** এবং যেহেতু এটা আপনার মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সেহেতু তারা বিদ্রোহ শুরু করবেন! উঠে আসুন! আপনার মণ্ডলী গড়ে তুলুন! ভগ্ন প্রাচীর গড়ে তুলুন! পরজাতীয়রা আসার আগে এবং পবিত্র স্থানগুলোকে বিধ্বস্থ করার আগে, আসুন আমরা নিজেদের সংশোধন করি।

৮। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এই প্রকল্পটির মূল্যায়ন করার জন্য প্রভু একটি ছোট দল গড়ে তুলতে চান।

২৭।৮।২০১৩

ওপরের বিষয়টির খসরা তৈরী করার পর, আপনি যখন প্রভুর অনুসন্ধান করেছিলেন, তিনি পদগুলো দিয়েছিলেন।

যিরমিয় ৪৮:১৪,১৫-১৬

যিরমিয় ৪৮: ১৪-১৬, ‘‘তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার, আমরা বীর ও যুদ্ধের জন্য বলবন্ত? মোয়াব বিনষ্ট হইল, তাহার নগর সকল ধূমময় হইয়া উঠিতেছে, ও তাহার মনোনীত যুবকেরা বধ্যস্থানে নামিয়া গিয়াছে; ইহা সেই রাজা বলেন, যাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু। মোয়াবের বিপদ আগতপ্রায় ও তাহার অমঙ্গল অতি ত্বরান্বিত।

যিরমিয় ৪৯: ১৪, ‘‘আমি সদাপ্রভুর নিকট হইতে এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং জাতিগণের কাছে এক দূত প্রেরিত হইয়াছে; তোমরা একত্র হও, ইহার বিপক্ষে যাত্রা কর, যুদ্ধ করণার্থে গাত্রোত্থান কর!

যিরমিয় ৪৯ :১০, ‘‘বস্তুতঃ আমি এষৌকে বস্ত্রহীন করিয়াছি, তাহার গুপ্ত স্থান সকল অনাবৃত করিয়াছি, সে কোন প্রকারে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না; তাহার বংশ, ভ্রাতৃগণ ও প্রতিবাসিগণ লুটিত হইয়াছে, সে আর নাই।’’

যিরমিয় ৪৯: ২, ‘‘এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি অম্মোন সন্তানদের রব্বা নগরে যুদ্ধের সিংহনাদ শুনাইব; তখন তাহা ধ্বংসস্থানীয় ঢিবী হইবে, এবং তাহার কন্যাগণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; তৎকালে ইস্রায়েল আপনার অধিকার-গ্রাসকারীদিগকে অধিকারচ্যুত করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।’’

আমি যখন এই লেখাটি লিখছি, তখন প্রভু আমাকে কেরালা থেকে আসা একটি দলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মাধ্যমে এই সতর্কতাটি কেরালার চার্চেও পৌঁছে যাওয়া উচিৎ।

যিরমিয় ৪৯ :২০ পদ, ‘‘অতএব সদাপ্রভুর মন্ত্রণা শুন, যাহা তিনি ইদোমের বিরুদ্ধে করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্কল্প সকল শুন, যাহা তিনি তেমন নিবাসীদের বিপক্ষে করিয়াছেন। নিশ্চয়ই লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে, পালের শাবকদিগকেও লইয়া যাইবে; নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের চরাণি-স্থান তাহাদের সহিত উৎসন্ন করিবেন।’’

যিরমিয় ৪৯: ২১, পৃথিবী তাহাদের পতনের শব্দ কাঁপিতেছে, সূফ সাগর পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রব শুনা যাইতেছে।

যিরমিয় ৪৯ ২২পদ, ‘‘দেখ, সে ঈগল পক্ষীর ন্যায় উঠিয়া উড়িয়া আসিবে, বস্রার বিপরীতে আপন পক্ষ বিস্তার করিবে; আর ইদোমের বীরগণের চিত্ত সেই দিন প্রসববেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের সমান হইবে।’’

যিরমিয় ৪৯: ৩১ পদ, ‘‘তোমরা উঠ, সেই শান্তিযুক্ত জাতির বিরুদ্ধে যাত্রা কর, যে নির্ভয়ে বাস করে, যাহার কপাট নাই, হুড়কা নাই, যে একাকী থাকে,’’ ইহা সদাপ্রভু বলেন।

যিরমিয় ৫০: ৬ পদ, ‘‘আমার প্রজারা হারান মেষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পালকগণ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, নানা পর্ব্বতে পথহারা করিয়া ফেলিয়াছে; উহারা পর্ব্বত হইতে উপপর্ব্বতে গমন করিয়াছে, আপনাদের শয়নস্থান ভুলিয়া গিয়াছে।

যিরমিয় ৫০: ৪ পদ, ‘‘সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে ও সেই কালে ইস্রায়েল সন্তানগণ আসিবে, তাহারা ও যিহূদা-সন্তানগণ একসঙ্গে আসিবে, রোদন করিতে করিতে চলিয়া আসিবে, ও আপনাদের ঈশ্বর, সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবে।

যিরমিয় ৫০ ৫ পদ, ‘‘তাহারা সিয়োনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, সেই দিকে মুখ রাখিবে, বলিবে, চল, তোমরা এমন নিয়ম দ্বারা সদাপ্রভুতে আসক্ত হও, যাহা অনন্তকাল থাকিবে, যাহা কখনও লোকে ভুলিয়া যাইবে না।’’

যিরমিয় ৫০: ২৩ পদ, ‘‘সমস্ত পৃথিবীর মুদগর কেমন ছিন্ন ও ভগ্ন হইল! জাতিগণের মধ্যে বাবিল কেমন উৎসন্ন হইল!’’

যিরমিয় ৫০ :২৪ পদ, ‘‘হে বাবিল, আমি তোমার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছি, আর তুমি তাহাতে ধৃতও হইয়াছ, কিন্তু জানিতে পার নাই; তোমাকে পাওয়া গিয়াছে, আবার তুমি ধরাও পড়িয়াছ, কেননা তুমি সদাপ্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ।’’

যিরমিয় ৫০: ২৫ পদ, ‘‘সদাপ্রভু আপন অস্ত্রাগার খুলিলেন, নিজ ক্রোধের অস্ত্র সকল বাহির করিয়া আনিলেন, কেননা কল্‌দীয়দের দেশে প্রভুর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, কার্য্য আছে।

Sr. Angelica & Team AJ
Shekinah Centre, Jacob Gardens,
Keezh Padapai, Chennai 601301
044-65453245., 9444906221
Jesusatworkplace@gmail.com